১৩

তারিখ ...13 OCT 1994... ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬....

দৈনিক বাংলা

জনমত জনমত

## জাতীয় শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা হোক

সম্প্রতি সরকারের পক্ষ থেকে চট্টগ্রামকে বাণিজ্যিক রাজধানী ঘোষণা করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে এ একটি যুগোপযোগী পদক্ষেপ। তবে এই সঙ্গে চট্টগ্রামে স্বতন্ত্র শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠার যে সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা হয়েছে তা সম্ভবত চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবী মহলে সঠিক বলে বিবেচিত হবে না। কেননা, এর প্রেক্ষিতে অতঃপর বরিশাল, সিলেট, খুলনা, রংপুর প্রভৃতি এলাকায় পৃথক শিক্ষা বোর্ড গঠনের দাবি উঠলে আশ্চর্যের কিছু থাকবে না। এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে, বরিশালকে নতুন বিভাগ ঘোষণার পর পরই বিভিন্ন এলাকা থেকে আরো নতুন বিভাগ ঘোষণার দাবি উত্থাপিত হতে থাকে–যার ঢেউ এখনো থামেনি। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে জাতীয়ভাবে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক এমনি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা যে এর সিলেবাস ও প্রশ্নপত্রে অঞ্চলভিত্তিতে ভিন্নতা থাকা উচিত নয়। কিন্তু আমাদের দেশে অনেকটা এ রকমই হয়ে আসছে। কারণ এখানে দেশের বিভিন্ন এলাকার ছাত্র–ছাত্রীদের জন্য চারটি পৃথক শিক্ষা বোর্ড রয়েছে। একই এসএসসি বা এইচএসসি পরীক্ষার জন্য এক বোর্ডের সিলেবাসের সাথে আরেক বোর্ডের সিলেবাসের হুবহু মিল নেই। প্রশ্নপত্র এক হওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। ফলে একই পরীক্ষায় বিভিন্ন বোর্ডে নম্বর প্রাপ্তির হারও হয় বিভিন্ন রকম। অর্থাৎ একই সাথে অনুষ্ঠিত একই পরীক্ষায় পাসের হার বিভিন্ন বোর্ডে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ এ বছর অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডে পাসের হার যেখানে প্রায় ৮০% ভাগ সেখানে কুমিল্লা বোর্ডে পাসের হার মাত্র ৬০% ভাগের কাছাকাছি। এক বোর্ড থেকে আরেক বোর্ডে একই পরীক্ষার পাসের হারে এই বিপুল ব্যবধান কোনক্রমেই বাঞ্ছনীয় নয়। সারাদেশের জন্য যদি একটি মাত্র শিক্ষা বোর্ড থাকতো। তাহলে একই প্রশ্নপত্রের আওতায় দেশব্যাপী এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতো। সে ক্ষেত্রে একই পরীক্ষার পাসের হার তথা নম্বর প্রাপ্তির হারে এক অঞ্চল থেকে আরেক অঞ্চলের এত ব্যবধান থাকতো না।

বর্তমানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় দেশের সকল কলেজের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের পরীক্ষার সিলেবাস প্রণয়ন, পরীক্ষা পরিচালনা এবং সার্টিফিকেট তথা ডিগ্রী প্রদানের দায়িত্ব নিয়েছে। অনুরূপভাবে বর্তমানে ৪টি শিক্ষা বোর্ডের সমন্বয়ে একটি জাতীয় শিক্ষা বোর্ড গঠন করা হলে তা দেশব্যাপী মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের পরীক্ষার সিলেবাস প্রণয়ন, একই প্রশ্নপত্রের আওতায় পরীক্ষা পরিচালনা ও সার্টিফিকেট প্রদানের দায়িত্ব পালন করতে পারে। তাহলে এক এলাকা থেকে অন্য এলাকার পরীক্ষার্থীদের পাসের হারে উল্লেখযোগ্য তারতম্য হবে না, যা বর্তমানে হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, কোন এলাকায় নতুন শিক্ষা বোর্ড স্থাপন মানেই ঐ এলাকার উন্নয়ন বুঝায় না। বরং তাতে নতুন অবকাঠামো নির্মাণ করতে কোটি কোটি টাকা খরচ হয়ে যায়। এই অর্থ দিয়ে বরং সংশ্লিষ্ট এলাকার উপযোগী নতুন শিল্প কারখানা স্থাপন করা অধিক যুক্তিযুক্ত। অবশ্য কেন্দ্র নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা বোর্ডের কার্যক্রমে (যেমনঃ পরীক্ষা সংক্রান্ত কাজে বোর্ড ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা করা) সহযোগিতার জন্য দেশের বিভিন্ন শহরে বোর্ডের শাখা অফিস স্থাপন করা যেতে পারে, যেমন–পাবলিক সার্ভিস কমিশনের কার্যক্রমে সহায়তার জন্য ঢাকার বাইরে খুলনা, রাজশাহী ও চট্টগ্রামে এর শাখা অফিস আছে। সারাদেশের জন্য একটিমাত্র শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠার সপক্ষে আরো একটি দিক বিবেচ্য। তাহলো, বর্তমানে সরকারী বা আধা সরকারী চাকুরেদের দেশের এক এলাকা থেকে অপর শিক্ষা বোর্ডের আওতামুক্ত এলাকায় বদলি করলে তাদের এসএসসি ও এইচএসসিতে অধ্যয়নরত ছেলে–মেয়েদের পরীক্ষার জন্য নতুন বোর্ডে নতুন করে রেজিস্ট্রেশন নম্বর করানোর জন্য ভীষণ দুঃচিন্তা ও সীমাহীন ভোগান্তির শিকার হতে হয়। কিন্তু সারাদেশের জন্য একটিমাত্র শিক্ষা বোর্ড থাকলে সরকারী, আধা সরকারী চাকরিজীবীদের বদলীর সময় এ বাড়তি ঝামেলার সম্মুখীন হতে হবে না।

তাই জাতির বৃহত্তর স্বার্থে শিক্ষা ব্যবস্থাকে আঞ্চলিকতার উর্ধ্বে রেখে বর্তমানের ৪টি বোর্ডের সমন্বয়ে জাতীয় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা নেয়া হোক–যাতে সারাদেশের এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় পাসের হার ও সার্টিফিকেটে একই মান বজায় থাকে।

ইঞ্জিনিয়ার এম রেজাউল করিম
ধামরাই, ঢাকা।